



মেঘমুক্তির অন্তরালে

দিব্য পাল

ঢাকায় যখন আষাঢ়ের মেঘ জমে তখন সাধারণ মানুষ ঘরের কোণে আশ্রয় খোঁজে। কিন্তু চারুকলা ইনস্টিটিউটের পঁচাশি বছর বয়সী অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অবনীন্দ্রনাথ খোঁজে ক্যানভাসের শূন্যতা। বিগত ত্রিশ বছর ধরে তার একটিই কাজ। তিনি প্রতিদিন একটি করে জলরঙের ছবি আঁকেন এবং প্রতিবারই তার ক্যানভাস থেকে নদীগুলো চুইয়ে ঘরের মেঝেতে পড়ে যায়।

তার ঘরটি এখন একটি ছোটখাটো নদী বন্দর। ঘরের এক কোণে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র ভাসছে আর তার খাটের নিচে তিন জোড়া বোয়াল মাছ স্থায়ী বসতি গড়েছে। চারপাশের এই অদ্ভুত জলমগ্নতাকে অবনীন্দ্রনাথ আর অবাস্তব ভাবেন না। তিনি একে বলেন সৃজনশীল আর্দ্রতা।

একদিন সকালে তার দরজায় টোকা পড়ল।

ভেতরে প্রবেশ করলেন মিনিস্ট্রি অফ নান্দনিক নিয়ন্ত্রণ এবং আর্ট রেগুলেশনের একজন তরুণ কর্মকর্তা। তার নাম শরিফুল ইসলাম। তার হাতে একটি মেহগনি রঙের স্যুটকেস এবং চোখে চশমা। শরিফুলের প্যান্টের কুঁচকানো ভাঁজ দেখে বোঝা যায় তিনি অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক মানুষ। তিনি ঘরে ঢুকেই ফাইলপত্র বের করলেন।

শরিফুল অবনীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, "জনাব অবনীন্দ্রনাথ, আমরা খবর পেয়েছি আপনি আপনার ছবিতে এমন কিছু উপাদান ব্যবহার করছেন যা সরকারি শিল্প বিধিমালার পরিপন্থী।"

অবনীন্দ্রনাথ ক্যানভাসে তুলির শেষ টান দিতে দিতে বললেন, "কোন উপাদানটির কথা বলছেন বাবা?"

শরিফুল চশমাটা ঠিক করে বললেন, "আপনার ক্যানভাসের মেঘ। মেঘের রঙ কেন আসল মেঘের চেয়েও বেশি কালো? তাছাড়া আইন অনুযায়ী কোনো ক্যানভাস থেকে জলীয় বাষ্প বা আসল পানি বের হতে পারবে না। এটি রাষ্ট্রীয় পানি সম্পদ আইনের পরিষ্কার লঙ্ঘন। আপনার আঁকা নদীগুলো প্রতি রাতে চারুকলার পেছনের ড্রেন দিয়ে গিয়ে বুড়িগঙ্গাকে দূষিত করছে।"

"আমাদের মন্ত্রণালয়ে দীর্ঘশ্বাসের কোনো বাজেট কোড নেই।" শরিফুল অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বললেন।

"আপনার এই ছবির কারণে শহরের ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া নাগরিকেরা ভাবছে তারা সত্যিই ডুবে যাচ্ছে। এর ফলে সমাজে এক ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। এই যে দেখুন, আপনার ঘরের মেঝেতে তিন ইঞ্চি পানি জমে আছে। আপনি অবিলম্বে এই পানি শুকানোর ব্যবস্থা করুন। অন্যথায় আপনার তুলি এবং ক্যানভাস বাজেয়াপ্ত করা হবে।"

ঠিক তখনই অবনীন্দ্রনাথের ক্যানভাস থেকে একটি অলৌকিক কাণ্ড ঘটল।

ক্যানভাসে আঁকা মেঘগুলো হঠাৎ নড়ে উঠল। একটি তীব্র বজ্রপাতের শব্দ হলো এবং ক্যানভাসের ভেতর থেকে কালচে রঙের বৃষ্টির পানি প্রবল বেগে শরিফুলের ফাইলের ওপর ছিটকে পড়ল। শরিফুল চিৎকার করে উঠলেন।

কারণ তার ফাইলের সব লিখিত শব্দ কাগজের বুক থেকে গলে গিয়ে কালো পানির ফোঁটা হয়ে মেঝেতে পড়তে শুরু করেছে।

"এ কী করলেন?" শরিফুল প্রায় কেঁদে ফেললেন। "আমার সমস্ত প্রজ্ঞাপন, আমার সব সার্কুলার নষ্ট হয়ে গেল।"

অবনীন্দ্রনাথ শান্ত গলায় বললেন, "ওগুলো তো আগেই নষ্ট হয়েছিল বাবা। শুধু কাগজের ওপরে কালো কালির দাগ হয়ে টিকে ছিল। যে নিয়মে মানুষের জীবনের কোনো ছোঁয়া থাকে না, তা তো কেবলই শুষ্ক পাথর।"

শরিফুল তার ভিজে যাওয়া স্যুটকেস নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু যাওয়ার আগে অবনীন্দ্রনাথকে একটি চূড়ান্ত নোটিশ দিয়ে গেলেন। আগামী সাত দিনের মধ্যে যদি অবনীন্দ্রনাথ একটি নিয়মতান্ত্রিক এবং শুন্য ছবি আঁকতে না পারেন, তবে তাকে সমাজবিরোধী শিল্পী হিসেবে ঘোষণা করা হবে।

পরদিন থেকে পুরো ঢাকা শহরে এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল।

মেঘের রঙ নীল কিংবা ধূসর না হয়ে গাঢ় লাল এবং হলুদের এক বিচিত্র মিশ্রণ ধারণ করল। আকাশটা দেখতে অবিকল ভ্যান গগের একটি বিখ্যাত ছবির মতো হয়ে গেল। নাগরিকেরা সকালে উঠে দেখল তাদের ঘরের দেয়ালগুলো আর সিমেন্টের নেই। সেখানে বিমূর্ত সব ছবির নকশা ফুটে উঠেছে। শহরের সমস্ত ট্রাফিক সিগন্যালে লাল সবুজ বাতির বদলে জলরঙের ছোপ ছোপ দাগ দেখা যাচ্ছে। রিকশাচালকেরা প্যাডেল মারলেই চাকার নিচ থেকে ছিটকে উঠছে রঙের ফোয়ারা।

মন্ত্রণালয় একে বলল 'নান্দনিক মহামারী'। তারা তড়িঘড়ি করে এক জরুরি বৈঠক ডাকল। সিদ্ধান্ত হলো, শহরের সব শিল্পীকে গ্রেফতার করা হবে। কারণ শিল্প যখন সাধারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, তখন ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হয়।

সপ্তম দিনে শরিফুল একদল পুলিশ নিয়ে আবার অবনীন্দ্রনাথের ঘরে এলেন।

কিন্তু ঘরের ভেতর ঢুকে তারা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঘরে নেই।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিশাল ক্যানভাস। সেই ক্যানভাসে আঁকা আছে একটি জলমগ্ন ঢাকা শহর। সেখানে কোনো বহুতল ভবন নেই, কোনো ট্রাফিক জ্যাম নেই। কেবল এক বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ জলাশয় আর তার বুকে ভাসছে হাজারো রঙের নৌকা।

সবচেয়ে অবিশ্বাস্য বিষয় হলো, ক্যানভাসের ঠিক মাঝখানে একজন বৃদ্ধ শিল্পী পিঠে একটি ঝোলা নিয়ে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে বহুদূরে চলে যাচ্ছেন। তার অবয়বটি অবিকল অবনীন্দ্রনাথের মতো।

শরিফুল ক্যানভাসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তার হাত কাঁপছিল। তিনি বুঝতে পারলেন অবনীন্দ্রনাথ ক্যানভাসের বাইরে থেকে যাননি, তিনি নিজেই নিজের শিল্পের অংশ হয়ে গেছেন। তিনি নিজেকে এমন এক সত্যে রূপান্তর করেছেন যাকে কোনো মন্ত্রণালয় বা কোনো আইন দিয়ে বন্দি করা সম্ভব নয়।

পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "স্যার, আসামিকে তো পাওয়া যাচ্ছে না। এই ছবিটা কি থানায় নিয়ে যাব?"

শরিফুল ক্যানভাসের দিকে তাকালেন। তিনি দেখলেন ছবির ভেতরের পানি থেকে এক অদ্ভুত সুবাস বের হচ্ছে। সেটি ভেজা মাটির সুবাস, সেটি স্বাধীনতার সুবাস। শরিফুল তার পকেট থেকে কলমটা বের করলেন।

তিনি আর কোনো সরকারি সিল মারলেন না। তিনি ফাইলের পাতায় লিখলেন----

*শিল্পী পলাতক নন, তিনি কেবল ফ্রেমের সীমানা অতিক্রম করেছেন।
শিল্পকে গ্রেফতার করার মতো হাতকড়া আমাদের দপ্তরে নেই।*

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শরিফুল দেখলেন বৃষ্টি থামেনি। কিন্তু এখন আর মানুষ ছাতা মাথায় দিয়ে মুখ লুকিয়ে হাঁটছে না। তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টির রঙ দেখছে। দীর্ঘ বিশ বছর পর এই প্রথম শরিফুলের মনে হলো, আকাশটা কত সুন্দর।